প্রথম আলো অর্থনীতি

দিনরাত সরগরম বিপণিকেন্দ্রগুলো

চট্টগ্রামে জমজমাট ঈদের কেনাকাটা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম | আপডেট: ০০:০৯, জুন ২২, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

চট্টগ্রামের আফমি প্লাজার নিচতলায় শৈল্পিক ব্র্যান্ডের পোশাকের দোকানে রোববার রাতে দেখা গেল প্রচণ্ড ভিড়। ক্রেতাদের ভিড়ে বিক্রয়কর্মীদের কথা বলার ফুরসত নেই। বিদেশি কাপড়ের ভিড়ে ঈদ উৎসবে এই ব্র্যান্ডের পোশাক চট্টগ্রামে এখন ক্রেতাদের কাছে ভালো অবস্থান করে নিয়েছে।

শৈল্পিকের কর্ণধার ও ডিজাইনার এইচ এম ইলিয়াছ বলেন, 'সারা বছরের বিক্রির ৪০ শতাংশই রোজার মাসে হয়। এ কারণে ঈদ সামনে রেখে প্রতিবছর কারখানায় বিনিয়োগও বাড়াচ্ছি। এখন নগরে ১১টি আউটলেটে বিক্রি হচ্ছে শৈল্পিকের পোশাক।'

শৈল্পিকের মতো চট্টগ্রামের বিপণিকেন্দ্রগুলোর দোকানে দোকানে এখন ঈদের বেচাকেনা জমজমাট। ব্যবসায়ীরা বলেন, ঈদকেন্দ্রিক কেনাকাটার বড় অংশই এখনো বিপণিকেন্দ্রভিত্তিক। কয়েক বছর ধরে ঈদের কেনাকাটায় যোগ হয়েছে অনলাইনকেন্দ্রিক ব্যবসা। অনলাইনে কেনাবেচার পাশাপাশি রোজার সময় বিভিন্ন স্থানে মেলার মাধ্যমে অনলাইন ব্যবসায়ীরা নিজেদের পণ্য বিক্রি করছেন। পোশাক ছাড়াও ঈদ উপলক্ষে নানা ইলেকট্রনিক সামগ্রী, তৈজসপত্রের বেচাকেনা বাড়ছে বলে জানালেন বিক্রেতারা।

চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, চট্টগ্রামে ১৫টি অভিজাত ও ৫৮টি সাধারণ বিপণিকেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া টেরিবাজার, তামাককুণ্ডি ও রিয়াজউদ্দিন বাজারে ২৬০টি ছোট আকারের মার্কেট রয়েছে।

ঈদকে কেন্দ্র করে এসব বিপণিকেন্দ্রের ৪৬ হাজার দোকানে পোশাক, জুতা, প্রসাধন, গয়না ও তৈজসপত্রের বেচাকেনাও জমে উঠেছে।

গত শনিবার রাতে নগরের মিমি সুপার মার্কেটে তিন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ঈদের কেনাকাটা করছিলেন গৃহবধূ মোমেনা আক্তার। আলাপকালে তিনি বলেন, ঈদের বাজেটের ৮০ শতাংশই যাচ্ছে পোশাক কেনাকাটায়। নিজের সন্তান ছাড়াও ঈদ উপহার হিসেবে আত্মীয়স্বজনকে পোশাক দিতে মার্কেটে এসেছেন বলে জানালেন তিনি।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আবুল কাশেম গতকাল বলেন, ঈদের বাজারে ক্রেতারা এখনো সিংহভাগ ব্যয় করেন পোশাকের পেছনে। এ বছর পাইকারি ও খুচরা বেচাকেনার পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকার মতো হতে পারে বলে ধারণা তাঁর।

ব্যবসায়ীরা বলেন, কয়েক বছর ধরে দেশীয় ব্র্যান্ডের পোশাকের বেচাকেনা বেড়েছে। তবে আমদানিনির্ভর পোশাক এখনো ঈদের বাজারের বড় অংশ দখল করে আছে।

চট্টগ্রাম ডিজাইনার্স ফোরামের সহসভাপতি আইভি হাসান বলেন, চট্টগ্রামে ছোট-বড় মিলিয়ে চার শতাধিক বুটিক হাউস রয়েছে। ঈদকে কেন্দ্র করেই মূলত এসব বুটিক হাউসে বেচাকেনা বেশি হয়।

ঈদবাজারে পাইকারি পোশাকের বড় বেচাকেনা এখনো টেরিবাজার ঘিরে। রোজার শুরুর আগেই ফেনী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত খুচরা ব্যবসায়ীরা এই বাজার থেকে পোশাক ও প্রসাধনী কিনে নিয়েছেন। এখন চলছে খুচরা বেচাকেনা। ব্যবসায়ীরা বলেন, এই বাজারে গড়ে প্রতিটি দোকানে দিনে চার থেকে পাঁচ লাখ টাকার খুচরা বিক্রি হচ্ছে।

টেরিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান বলেন, ‘এবার এক হাজার কোটি টাকা বিক্রির লক্ষ্য আছে আমাদের। তবে গত বছরের চেয়ে বেচাকেনা খুব বেশি বাড়েনি।’

পরশমণি দোকানের মালিক মো. ইসমাইল বললেন, এখন ভারতীয় কোনো পোশাক বের হওয়ার পরই দেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান হুবহু নকশা করে তা বাজারে ছাড়ছে। ফলে বিদেশি পোশাক এবার মার খাচ্ছে।

এদিকে রোজা শুরুর পর থেকে অনলাইনে পোশাক, গয়না ও প্রসাধনী বেচাকেনায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীরা মেলার আয়োজন করছেন। অনলাইন উদ্যোক্তা ‘গো গো গর্জিয়াস’ অনলাইন শপের মালিক মিম মাহমুদ বলেন, ‘এবার রোজায় এখন পর্যন্ত পাঁচটি মেলায় অংশ নিয়েছি। এসব মেলায় পোশাক ও প্রসাধনী বিক্রি হচ্ছে বেশি।’

ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ সিকান্দর খান প্রথম আলোকে বলেন, ঈদকে

কেন্দ্র করে প্রতিবছর যে কেনাকাটা বাড়ছে, তার বড় অংশই অর্থনীতিতে সুফল আনছে না। কারণ, আমদানিনির্ভর পোশাকের কারণে দেশের অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে।